IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ব্যঞ্জনাময় নামকরণে শ্যামল বৈদ্যের জন্মবদল

Sri Pritam Gope.
Researcher & Guest Lecturer
Dasaratha Deb Memorial College
Department Of Bengali
Khowai Tripura
Pin No – 799201

বৈদ্যের 'জন্মবদল'

সারসংক্ষেপ :- বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক মুখ শ্যামল বৈদ্য। কথা সাহিত্যে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর 'বুনো গাঙ্গের চর' , 'উজানভাটি' , 'ইতরবিম্ব' , 'চাকমা দুহিতা' , 'জন্মবদল' , 'লাল মাটির শিকারি' আমাদেরকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁর 'জন্মবদল' উপন্যাসে মূলত - এ পারের মানুষের জীবন গাথার নিগূঢ় কাহিনী ফুটে উঠেছে। দুটি অসমাপ্ত প্রেম ও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর কাহিনী একসূত্রে গেঁথেছেন ঔপন্যাসিক। প্রেমের পূর্ণতা শুধু জীবনের জয়গান নয়, প্রেমের জন্য মানুষ বিচ্ছেদকেও সার্থক রূপ দিতে পারে। পূর্ণিমা - সুভাষ এবং অনুপমা - শাহদাত নামের চরিত্রদের অসহনীয় বিরহ ব্যাথা ট্র্যাজেডিয় ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। শুধু তাই নয়, উপন্যাসে পরিবর্তন হলো চরিত্রগুলোর পরিচয়ের। বদলে গেল তাদের ভবিষ্যৎ। আর এভাবেই কাহিনী বিভিন্ন ধারায় এগিয়ে গেছে পরিণতির দিকে ।

মূল আলোচনা :- বাংলা উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস হলো 'ফুলমণি করুণার বিবরণ' (১৮৫২), যদিও ১৮৫৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী' - এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে বাংলা উপন্যাসের বিস্তার লাভ করে বলে ধারণা করা হয়। আনন্দ শংকর এবং নিলা রায় উল্লেখ করেছেন যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় যখন প্রথম উপন্যাস লেখা হয়, এটি আমাদের জন্য নতুন ছিল, এটি লেখার ধরন আমাদের জন্য নতুন ছিল, ভাষার ব্যবহার ও যে সমাজ এবং তার সদস্যদের জন্য লেখা হয়েছিল তারাও ছিল নতুন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ওনাদের মতো শক্তিমান লেখকদের অবদানের ফলে বাংলা সাহিত্যের এই নতুন সৃষ্ট ধারাটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'নতুন' থেকে পরিপক্কতা অর্জন করে।

একবিংশ শতাব্দীর শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের উত্তরাধিকার বহন করে। এ সময় কিছু কিছু নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাসের স্বাক্ষর রেখেছেন কতিপয় লেখক। উত্তর আধুনিক ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করেও লিখেছেন কেউ কেউ। তবে নতুন কোন ধারা প্রবল বেগে ধাবিত করার মতো নতুন কারো আবির্ভাব এখনো হয়নি । তবে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গে অনেক নতুন নতুন ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও প্রচলিত রীতির বাইরে যাওয়ার শক্তিশালী হাতের দেখা পাওয়া না।

ত্রিপুরার কথাসাহিত্যে অন্যতম একটি নাম হল শ্যামল বৈদ্য। বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক মুখ কথাসাহিত্যিক শ্যামল বৈদ্য মহোদয়ের সাহিত্য সাধনা কবিতা দিয়ে শুরু হলেও এখন তাঁর লেখনী আশ্রয় নিয়েছে কথাসাহিত্যে। 'বুনো গাঙের চর' , 'ইতরবিম্ব' , 'উজানভাটি' , 'জন্মবদল' , 'চাকমা দুহিতা' , 'লালমাটির শিকারি' প্রভৃতি উপন্যাস আমাদের সাহিত্যকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করছে।

শ্যামল বৈদ্য এর একটি উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হলো ধূসর ট্রিলজি। তিনটি উপন্যাস একই সাথে 'উজানভাটি' , 'জন্মবদল' , এবং 'চাঁদ - চকোরী' । ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক হলেন শ্যামল বৈদ্য। উপন্যাসে তিনি নিজস্ব ঘরানার নির্মাণ করেছেন। আর এই নির্মাণেরই এক বিশেষ প্রাপ্তি হলো 'ত্রয়ী উপন্যাস' । কথাকার শ্যামল বৈদ্যের হাত ধরেই ত্রিপুরা পেয়েছে প্রথম ট্রিলজি উপন্যাস।

কোন গল্পগ্রন্থ, উপন্যাস বা কবিতার নামের মধ্যেই তার মূল বক্তব্যের আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেজন্য নাম শুনে বা দেখে মূল বক্তব্যের অবতারণা সম্বন্ধে পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারে। আর এই নামকরণের মধ্যেই লেখকার সজ্ঞান অভিপ্রায় নিহিত থাকে। সেজন্য সাহিত্যের আলোচনায় নামকরণের বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপন্যাসের নামকরণ- এর প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে উপন্যাসের গঠনশৈলীর সাথে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, নামকরণ-এর মাধ্যমে যে-কোনো উপন্যাসের কথাবস্তু ও কাহিনীর মূল সুরকে যেমন চিনে নেওয়া যায় তেমনি বিন্দুতে সিন্ধুর আস্বাদ পেয়ে যান কথক। কথাকার শ্যামল বৈদ্য তাঁর 'জন্মবদল' উপন্যাসের নাম 'জন্মবদল' রেখেছেন যথোচিত ভাবেই। জন্ম থেকে জন্মান্তরে অস্তিত্বের বদলে যাওয়া সত্তার স্বীকারণকেই তুলে ধরেছেন কথক। 'জন্মবদল' - এ বদল হয়েছে সময়ের। কাল প্রবাহে হারিয়ে যাওয়া পূর্বপরিচয় এর সূত্রে অচেনা মুখের ভিড়ে চেনা মানুষের সত্তাকে জন্ম থেকে জন্মান্তরে চিনে নেওয়ার নামই 'জন্মবদল' । জন্ম থেকে জাত এই দার্শনিক উপলব্ধিতে ব্যক্তির পরিচয় লোপ, আত্ম বিস্মৃতির ভিড়ে, প্রত্যেকটি চরিত্রের অতীতের জীবন্ত কবর খুড়ে হাতড়ানো এরই মধ্যে কথক এগিয়ে গেছেন তার উত্তম পুরুষের কাহিনীর বয়ানে, আমরা দেখতে পাই 'উজানভাটি' - র পর এই

'জন্মবদল' খন্ডে সুভাষ ও পূর্ণিমার ব্যর্থ প্রেমের পরিসমাপ্তি খুঁজতে গিয়েই উপন্যাসের শুরু। শাহদাত কি ফিরে এসেছিল অনুপমার জীবনে? জন্মান্তরে কি হয়েছিল তাদের? বৈষ্ণবীয় আখরার পটে কাহিনী বলতে শুরু করলেন লেখক।

বদল হলো চরিত্রগুলোর পরিচয়ের। বদলালো তাদের ভবিষ্যতের ইতিকথা। অতীতের পরিচয় থেকে তিলে তিলে সঞ্চয় করে গড়ে ওঠা পূর্ণিমা,নীরদ, পারুল, সুনীল, দিলীপ ও আরতিদের কাহিনীকে বিন্যস্ত করলেন। যেন কোন নির্দেশিত ছকে, কোন নিয়মেই বাঁধাধরা থাকেনি কাহিনী, অনেকগুলো প্রশ্ন চিহ্ন উঁকি দিয়ে পেলো সচেতন পাঠকের কাছে।

সুনীল ও দিলীপের মধ্য দিয়ে কাহিনী সমান্তরালে এগোয়। মুক্তিযুদ্ধ শেষ, দেশভাগ হয়ে জন্ম নিলো পূর্ব পাকিস্তান। যে যার মতো ঘরে ফিরে গেছে। উত্তেজনার তাপ বা দাহ কোনটাই নেই। কুচাইনলা ছেড়ে চলে গেছে দিলীপ। নীরদবাবু বিক্রি করে দিয়েছেন তার ভিটে মাটি। অনুপমা শাহদাতের মৃত্যুর পর ফিরে এসেছে বাবার কাছে। অর্থাৎ বদলে যাওয়া মহাকালের রথের ঘোড়া বদলে দিয়েছে প্রত্যেকটি চরিত্রের আদলকে। যেন কথক সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে গেছেন ইতিহাসের সূত্র ধরেই জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা জীবনের বহমানতাকে সাথে নিয়ে ভবিতব্যের অনির্দেশিত পথে বদলে যাওয়া সময়ের গর্ভ থেকে উপাদানকে পুঁজি করে। নামকরণটি তাই যথাযথ যুক্তিযুক্ত ও সংগত। কথাকার সযত্ন প্রয়াসে এই গ্রন্থনামকে সংযোজিত করে পুরো কাহিনীর দ্যোতনা দিয়েছেন অর্থবহ ও ব্যঞ্জনাগর্ভময় রূপে।

গ্রন্থঋণ :-

১) ‘জন্মবদল’ - শ্যামল বৈদ্য, গাঙচিল প্রকাশনী,২০২১
২) ‘ত্রিপুরার উপন্যাস সংখ্যা’ - সম্পাদক গোবিন্দ ধর, স্রোত প্রকাশনা,২০১৯
৩) ‘কথাসাহিত্যে শ্যামল বৈদ্য’ - সম্পাদক গোবিন্দ ধর, স্রোত প্রকাশনা, ২০১৯